বোর্ডের ব্যাকরণের একটি 'প্রত্যয়' প্রসঙ্গে

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক নবম ও দশম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (১৯৯৬ সংস্করণ) বইখানিতে একটি তদ্ধিত প্রত্যয়ের প্রয়োগ সম্পর্কে এইরূপ বলা হইয়াছে- 'ঈ ন (ঈ) প্রত্যয়ঃ সাধারণ বিশেষণ গঠনেঃ জ্ঞান+ঈন=জ্ঞানী, সুখ+ঈন=সুখী, শাখা+ঈন=শাখী, মান+ঈন=মানী' (পৃষ্ঠা ৯৪, লাইন ১) উল্লেখ্য, ব্যাকরণখানিতে এই প্রত্যয়টি সম্পর্কে ইহার অধিক আর কিছুই বলা হয় নাই। কিন্তু লক্ষ্য করা যায়, সকল ব্যাকরণে 'ঈ-কার' যোগে লিখিত 'জ্ঞানী, গুণী, ধনী, প্রাণী' ইত্যাদি বানানকে শুদ্ধ বলা হইলেও 'জ্ঞানীগণ, গুণীজন, ধনীসমাজ, প্রাণীবিদ্যা' ইত্যাদি বানানকে অশুদ্ধ বলা হইয়াছে এবং 'ই-কার' যোগে লিখিত 'জ্ঞাণিগণ' গুনিজন' ধনিসমাজ, প্রাণিবিদ্যা, ইত্যাদি বানানকে শুদ্ধ বলা হইয়াছে। এখন পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের ব্যাকরণে কথিত 'ঈন(ঈ)' প্রত্যয়যোগে কেবল 'জ্ঞানী, সুখী, শাখী, মানী' ঈদৃশ বানান উৎপন্ন হইলে, সমাসে 'জ্ঞানিগণ, গুণিজন, প্রাণিবিদ্যা; আবার 'তা' প্রত্যয় যোগে 'প্রার্থিতা, প্রতিযোগিতা, সহকারিতা ও 'ত্ব' প্রত্যয় যোগে 'দায়িত্ব, মন্ত্রিত্ব, স্থায়িত্ব এবং সম্বোধনে 'গুনিন্, ধনিন্, উপকারিণ্' প্রভৃতি বানান হয় কীভাবে? প্রসঙ্গতঃ বলা যাইতে পারে, বাজারে প্রচলিত ব্যাকরণসমূহে বিভিন্ন নিয়মাবলী সম্পর্কিত বক্তব্যে এইরূপ অস্পষ্টতা ও অসম্পূর্ণতার কারণে শিক্ষার্থিগণ বিভিন্ন শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা লাভে সমর্থ না হওয়ার ফলে আজ বাংলা বানানে দুঃখজনকভাবে অকল্পনীয় ভুলের ধস নামিয়াছে। আসলে, আলোচ্য প্রত্যয়টি 'ঈন (ঈ)' নহে, 'ইন্ (ই)'ঃ 'ন্' ইৎ অর্থাৎ লুপ্ত হয়, 'ই' প্রকৃতির সহিত যুক্ত হয়। সংস্কৃত ব্যাকরণে 'ইন'-প্রত্যয়ান্ত, শব্দ, যেমন- জ্ঞান+ইন্= জ্ঞানিন্> জ্ঞানি এবং এইরূপ গুণি, ধনি, প্রাণি, মানি, হস্তি ইত্যাদি কর্তৃকারকে এক বচনে পুংলিঙ্গে 'ঈ' এবং স্ত্রীলিঙ্গে 'ইনী' রূপ গ্রহণ করে; যথা-জ্ঞানী, গুণী, ধনী, প্রাণী, মানী, মানিনী, হস্তী, হস্তিনী ইত্যাদি। কিন্তু সমাসের পূর্বপদে পুংলিঙ্গে এবং ক্লীবলিঙ্গে উহারা আবার প্রাতিপদিক রূপ অর্থাৎ 'ই' রূপ গ্রহণ করে; যথা-জ্ঞানিগণ, গুণিজন, ধনিসমাজ, প্রাণিবিদ্যা, হস্তিযূথ; প্রার্থিতা, উপকারিতা, সহযোগিতা; দায়িত্ব, মন্ত্রিত্ব, স্থায়িত্ব ইত্যাদি। স্মরণীয়ঃ সম্বোধনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রত্যয়টির 'ইন্' রূপ অবিকৃত থাকে; যথা- গুণিন্ (হে গুণী), ধনিন্ (হে ধনী) ইত্যাদি (সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় ঃ ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৯২), পৃষ্ঠা ১৪৯, ২৩৩ দ্রষ্টব্য)। বাংলা ব্যাকরণেও এই নিয়ম অনুসৃত হইয়া থাকে, যদিও এই বিষয়ে কেহ কেহ ভিন্নমত পোষণ করেন। কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত বানান-রীতি বহাল রাখিয়া এই নিয়মকে অস্বীকার করিলে বাংলা বানানে চরম বিশৃঙ্খলা যে অনিবার্য, ইহা কিন্তু কাহারও অস্বীকার করিবার অবকাশ নাই। শুদ্ধ বানান প্রচলনের স্বার্থে বিষয়টির প্রতি সুধীমহলের সদয় মনোযোগ আকর্ষণ করিতেছি।

মুনসী মাসুদুর রহমান,
সহকারী রেজিস্ট্রার (কাউন্সিল),
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

তারিখ ... JAN. 1 2 1999
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩......

দৈনিক ইত্তেফাক

১৩।